হিজল জোবায়ের

ন হন্যতে

রৌদ্রঝলসিত চারণভূমির ঘাসে
নগ্ন তুমি শুয়ে যেন খোলা তলোয়ার,
ফুল ভ্রমে প্রজাপতি নরম বাতাসে
ধীর উড্ডয়নে নামে ও বুকে তোমার

গোপন নিশানাগুলো চিনে নিতে চাই
কোথায় লবণ-খাড়ি, কোথায় আগুন,
সুখের মতন কোনো ব্যাধি আর নাই;
সুখ, তুমি ব্যাধি হও কুন ফায়া কুন

তুঁতপোকা, তুমি হও নরম রেশম
গভীর দিনের শেষে বিষাদ-সুন্দর;
ন হন্যতে, ন হন্যতে, অয়ি বিহঙ্গম,
আমি হই বিষে নীল, কী ভীষণ জ্বর!

যেদিকে তাকাই দেখি, প্রিয় সেই মুখ
আমার হয়েছে সখি, সুখের অসুখ।

ছাতিম

শীতের প্রাকভাগে সেবার সন্ধ্যায়
রাত্রি ঝুঁকে ছিল আকাশগঙ্গায়,
কুয়াশা নদীতীরে মগ্ন-শিশিরে
ছাতিম ফুটেছিল তোমার জঙ্ঘায়

সে কথা মনে আছে?

অর্ধ-জাগরণ, অর্ধ-তন্দ্রায়
সে ফুল বেড় দিয়ে মারণ-কুণ্ডলে
একটি সাপ ছিল অধীর ফণা তুলে

সে কথা মনে আছে?

ঝোড়ো বাতাস ছিল তোমার নিঃশ্বাস
জলোচ্ছ্বাসে ডোবা মরণ-চিৎকার
শতাব্দীকালের নীচে চাপা পড়া
ডুকরে ওঠা এক কোমল-গান্ধার
পাতালে ডুবে যাও, পাতালে ডুবে যাও

যতটা পাতালে ততটা বাসুকির
ততটা উচ্ছ্রিত তীব্র কালকূট,
যতটা ডুবে যাবে ততই নাগপাশ
পেছনে ডেকে চলে আবহকুক্কুট

এতটা দ্ব্যর্থক এ কোন রাহুগ্রাস
জীবন ভোগ চায় এ কোন রাক্ষস,
একটি পাখা আছে এখনও ঠিকঠাক
কোথায় জটায়ুর আরেক পক্ষ

পক্ষাঘাত থেকে এই তো ফিরেছি,
আবারও হিমযুগ, আবারও সন্ধ্যা,
আবার পথে নেমে ধরেছি সন্ন্যাস
ছাতিম ফুটে আছে তোমার জঙ্ঘায়